বিমানের অদক্ষতা, যাত্রীরা 'বলির পাঁঠা'

কাজী জহিরুল ইসলাম

ব্যাগ গুছিয়ে নিয়েছি, টিকিট, পাসপোর্ট হাতে, এখন বেরোবো। তিন সপ্তাহের ছুটি শেষ, এবার ফিরে যাওয়ার পালা, আমার বর্তমান কর্মস্থল আবিদজানে। ঠিক বেরোবার মুহূর্তে আমার স্ত্রী মুক্তি বলল, দাঁড়াও, এয়ারপোর্টে একটা ফোন করে নিই। বাংলাদেশ বিমানে যাচ্ছ, ডিলে হওয়াটা অসম্ভব কিছু নয়। অমন অলুক্ষুণে কথাটা কেন যে ও মুখে নিয়েছিল, হলোও তা-ই। বিমান ডিলে, তা-ও আবার যে-সে ডিলে নয়, একেবারে আট ঘণ্টা। যা হওয়ার তা-ই হলো। দুবাই পর্যন্ত বাংলাদেশ বিমান, তারপর কেনিয়া এয়ারওয়েজে নাইরোবি, ওখান থেকে একই কেরিয়ারে আবিদজান। কিন্তু বিমানের আট ঘণ্টা ডিলের কারণে অনওয়ার্ড সব কানেকটিং ফ্লাইট মিস। জানালাম বিমানকে। ওরা বলল, আপনাকে দু দিন পর যেতে হবে। আগস্টের ১ তারিখে একটি রিজার্ভেশন করে দিচ্ছি। তথাস্তু, বলে জামা বদলে বেরিয়ে পড়লাম ঢাকার রাজপথে। ১ তারিখ রাতে যথারীতি এয়ারপোর্টে গিয়ে হাজির। বিমান আজও ডিলে, এবার সাত ঘণ্টা। কপাল ভালো। এবার দুবাইয়ে কুড়ি ঘণ্টার ট্রানজিট। কাজেই আর যাহোক, কানেকটিং ফ্লাইট মিস করার সম্ভাবনাটা নেই। বিমানের ভেতরের কিছু ঘটনা না বললেই নয়। সিট নম্বর অনুযায়ী বসার কোনো ব্যবস্থা নেই। যে যেখানে খুশি বসছে। খবরের কাগজ চাইতে গিয়ে দেখলাম, আমার দেশ, ইনকিলাব, খবরপত্র, দিনকাল ও নিউএজ ছাড়া অন্য কোনো কাগজ নেই। কোনো কাগজের প্রতিই আমার ব্যক্তিগত কোনো বিদ্বেষ নেই। কিন্তু এতটা দলীয়করণ ভালো লাগল না। এমিরাটসে যেখানে একটি সিটও খালি থাকে না, সেখানে বিমানের পুরো বিজনেস ক্লাস তো খালিই, ইকোনমি ক্লাসেরও এক-তৃতীয়াংশ সিট খালি। কিছুক্ষণের মধ্যে হেডফোন এল, যা দুবার বদল করেও বিমানের গান শোনার সৌভাগ্য আমার হলো না। সম্ভবত হেডফোন নয়, প্লাগ-পয়েন্টই নষ্ট। তবে একটা জিনিসের প্রশংসা করতেই হয়, খাবারটা দারুণ। বোধহয় রসনাবিলাসী বাঙালি জাতি এখনো বিমানে চড়ে এই খাবারটার লোভেই।

দুবাই নেমে মারহাবা কাউন্টারের বদান্যতায় ভিসা এবং হোটেল ঠিক করে বেরিয়ে পড়লাম। যদিও বিমানের দোষেই আজ আমার এই ভোগান্তি, দুবাইয়ে দীর্ঘ ট্রানজিট এবং দু দিন পর যাত্রা করা। নিয়মানুযায়ী ট্রানজিটের যাবতীয় খরচ (ভিসা, হোটেল, খাওয়া-দাওয়া) বিমানের বহন করার কথা। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তা হলো না। এক পাকিস্তানি যুবক গাড়ির চালক, আমাকে ভার্সাই (ওরা বলছে ভার্সিলেস) হোটেলে নিয়ে যাচ্ছে। এমনিতেই সে উর্দুতে কথা বলছিল, যখনই জানতে পারল আমি বাংলাদেশী, ব্যস, আর কোনো জড়তা নেই। এবার প্রাণখুলে কথা বলতে শুরু করল। কত কথা, মাথামুণ্ডু আমি তার কুড়ি ভাগও বুঝলাম না। আমি উর্দু পারি না শুনে সে মহা ক্ষেপে গেল। পাকিস্তানিদের এই সমস্যাটি আমি আগেও দেখেছি। ওদের ধারণা, বাংলাদেশীরা সবাই উর্দু জানে এবং এখনো নিয়মিত উর্দু চর্চা করে। আকরাম নামক ট্যাক্সিচালকটিও এর ব্যতিক্রম কিছু নয়। দুবাইয়ে উর্দু বা হিন্দি সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ, ওখানকার মোট জনসংখ্যার ৬০ শতাংশ ভারতীয় ও পাকিস্তানি। অন্য বিদেশীরাও মেজরিটির ভাষা হিসেবে হিন্দি ভাষাটা রপ্ত করে নেয়। গত বছর দেখেছি মিসরীয় ট্যাক্সিচালক আমার সাথে হিন্দিতে কমুনিকেট করার চেষ্টা করছিল। একটা লম্বা ঘুম দিয়ে রাত ১২টায় দুবাই এয়ারপোর্টে পৌঁছে আমার মাথায় রীতিমতো বাজ পড়ল। আর দু ঘণ্টা পর ফ্লাইট, অথচ বোর্ডিং কার্ড ইস্যুকারী (আরেক পাকিস্তানি টিংটিংয়ে লোকটি বলছে কি না আমার নামে কোনো রিজার্ভেশনই নেই। এটা কী করে সম্ভব? বাংলাদেশ বিমানের, বনানীস্থ অফিসের, সেলস অফিসার এক ঘণ্টা বসিয়ে রেখে পুরো রিজার্ভেশন কনফার্ম করে প্রিন্টআউটও

আমাকে দিয়ে দিয়েছে। শুধু তা-ই নয়, নিয়মানুযায়ী পুরনো টিকিটের ওপর স্টিকার লাগিয়ে নতুন রিজার্ভেশনের দিন, তারিখও লিখে দিয়েছে। এ-ও বলেছে, 'এই প্রিন্টআউটটা যত্ন করে রাখবেন'। যত্নে আগলে রাখা সেই প্রিন্টেড পেপারটি দেখালাম তাকে, যিনি সকলকে বোর্ডিং কার্ড দিচ্ছিলেন। তিনি চশমার কাচের ভেতর দিয়ে ভালো করে দেখে বললেন, 'এটা গ্যালিলিওর প্রিন্টআউট, অনেক পুরনো সিস্টেম। এখন প্রায় কোনো এয়ারলাইন্সই এই সিস্টেম ব্যবহার করে না। সারা দুনিয়া এখন ডাচ সিস্টেম ব্যবহার করে। কাজেই তোমার রিজার্ভেশনটি কেনিয়া এয়ারলাইন্সের সেলস অফিস দেখতে পাচ্ছে না। প্লেনে খালি সিট থাকলে আমি তোমাকে নিয়ে নিতাম। কিন্তু ফ্লাইট ইজ ওভারবুকড। তোমাকে পরবর্তী অ্যাভেইল্যাবেল ফ্লাইটের জন্য অপেক্ষা করতে হবে।' তবুও আশা ছাড়লাম না, শেষ পর্যন্ত যদি কোনো যাত্রী যাওয়া ক্যানসেল করে; যদি একটা সিট খালি থাকে। যেন ভিক্ষুকের মতো কাউন্টারের একপাশে গুটিশুটি মেরে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার নাকের ডগা দিয়ে একে একে অন্য যাত্রীরা বোর্ডিং কার্ড নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে ছুটছে ডিপার্চার লাউঞ্জের দিকে। আমার সে আশার গুড়ে বালি। কেনিয়া এয়ারওয়েজ রাত দুটোয় আকাশে ধাতব ডানা মেলে উড়াল দিল। আমি তখনো দুবাই এয়ারপোর্টে পরবর্তী ফ্লাইটে সিট পাওয়ার জন্য ছুটাছুটি করছি। খুঁজতে খুঁজতে বাংলাদেশ বিমানের এয়ারপোর্ট অফিস খুঁজে বের করলাম। কিন্তু দরোজায় তালা। আমার ধারণা ছিল, এয়ারপোর্টের অফিসগুলো ২৪ ঘণ্টা খোলা থাকে। আমার ধারণা কি ভুল এ প্রশ্নের উত্তর বিমান অফিসের কর্তারাই দিতে পারবেন। ঘুরতে ঘুরতে কেনিয়া এয়ারওয়েজের একজনকে পেয়ে গেলাম। তিনি জানালেন, যেহেতু ভুলটা করেছে বিমান অফিস, কাজেই ওরা আমার জন্য পরবর্তী ফ্লাইট পর্যন্ত থাকা-খাওয়ার কোনো ব্যবস্থাই করবে না। একদিকে পরবর্তী ফ্লাইট অনিশ্চিত। রাত তখন তিনটা, কোথায় যাব, কী খাব, কবে কখন এই অবস্থা থেকে উদ্ধার পাব, কিছুই জানি না। যেন মাঝগাঙে বৈঠাহীন এক নৌকার মতো কেবল ঘুরপাক খাচ্ছি। ঘুরতে ঘুরতে যেন ক্রমশ গন্তব্যও হারিয়ে ফেলছি। কিন্তু আমার এ অবস্থার জন্য কে দায়ী? একজন যাত্রীর কি জানার কথা কোনটা 'গ্যালাক্সি' সিস্টেম, আর কোনটা 'ডাচ' সিস্টেম? আমাদের বিমানের সেলস অফিস কি বিষয়টা জানতেন না? তাহলে কি বলব, জেনেশুনেই বিমান অফিস একজন যাত্রীকে এই বিড়ম্বনায় ফেলেছে এবং অহরহ ফেলছে? কবে আমরা মাথা উঁচু করে বলতে পারব, 'আমরাও বিশ্বমানের'?

লেখক ঃ আইভরিকোস্টে জাতিসংঘ মিশনে কর্মরত ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও সাহিত্যিক

আবিদজান, আইভরিকোস্ট

(লেখাটি দৈনিক নয় দিগন্তে প্রকাশিত এবং লেখক কর্তৃক মুক্ত-মনায় প্রেরিত)